কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি বিচার বিভাগীয়

আপীল বিভাগ

মাননীয় **বিচারপতি বিবেক চৌধুরী**

২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬

সঙ্গে

২০২২-এর সিআরএএন ১

অরুণাভ অধিকারী

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য।

সঙ্গে

২০২২-এর সিআরএএন ৩৬২৯

সঙ্গে

২০২২-এর সিআরএএন ৩

সঙ্গে

২০২৩-এর সিআরএএন ৫

ভূমিকা জিতেন্দ্র নাওলানি এবং অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য।

সঙ্গে

২০২৩ সালের সিআরআর ৪৬৪

জিতেন্দ্র চন্দ্রলাল নাওলানি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বরিষ্ঠ আইনজীবী, শ্রী ওয়াই. জে. দস্তুর,

ডঃ সুজয় কান্তাওয়ালা

শ্রী এস. যাদব

শ্রী আলোক নাথ চন্দ্র

সুশ্রী এস. গ্রেওয়াল ..২০২২-এর সিআরআর ৩৬২৯-এ আবেদনকারীর জন্য

এবং ২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬-এ বিরোধী পক্ষের জন্য

শ্রী আর. বি. মোকাশি

শ্রী ফিরোজ এডুলজি

শ্রী সম্রাট গোস্বামী .. ২০২২ সালের সিআরআর ২৮৮৬-এ আবেদনকারীর পক্ষে

শ্রী ফিরোজ এডুলজি

শ্রী সম্রাট গোস্বামী

.. ২০২২ সালের সি. আর. আর ২৮৮৬,২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯ এবং ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪-এ ও. পি-র জন্য।

বরিষ্ঠ উকিল, শ্রী সন্দীপান গাঙ্গুলি, এলডি. পি.পি.

শ্রী রুদ্রগুপ্ত নন্দী, এল. ডি. এ. পি. পি.

শ্রী আনন্দ কেশরী

.. রাজ্যের জন্য

শুনানি শেষ হয়েছে : ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

রায় : ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী.:-

১. এই তিনটি ফৌজদারি সংশোধনীর একসঙ্গে শুনানি হয়েছিল কারণ এই কার্যধারা একই তথ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং এই আদালত শুনানি শেষে সাধারণ রায় প্রদান করে।

২. এটা নথিভুক্ত যে, ভূমিকা জিতেন্দ্র নওলানি এবং জিতেন্দ্র চন্দ্রলাল নওলানি হলেন বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক। তাঁদের ২০২২ সালের ৮ই মে নরেন্দ্রপুর পি. এস. মামলা নং ৫৭৩ এর সাথে জরিত থাকার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০খ/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১জি. আর. মামলার ৬৬গ এবং ৬৬ঘ ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪র্থ ১২০খ এবং ৬৬ঘ ধারার অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন রয়েছে।

একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে ২০২২ সালের সি. আর. আর. ২৮৮৬-এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারী নরেন্দ্রপুর পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে জমা দিয়েছেন।

৩। এটি ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯-এ আবেদনকারীদের মামলা যে ১লা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ১০০% শেয়ার কিনেছিলেন, আবেদনকারী নং ৩-এর নিবন্ধিত অফিস ১৬ বনফিল্ড লেন, ৫ম * ফ্লোর, কোলকাতা-৭০০০০১-এ রয়েছে। আবেদনকারী নং ১ এবং ২ এইভাবে উক্ত কোম্পানির পরিচালক হয়েছিলেন। ২০১৬ সালের কোনো এক সময় আবেদনকারী ৩ নম্বর কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যখন মুলতুবি ছিল এবং আবেদনকারী ৩ নম্বর সংস্থার কার্যালয়ের ঠিকানা কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছিল, তখন আবেদনকারী ১ ও ২ নম্বর তাঁদের শৈশবের বন্ধু গৌরব সেহগলের সাহায্য চেয়েছিলেন, যিনি কলকাতায় একটি অস্থায়ী কার্যালয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ২০১৬ সালের ১লা আগস্ট গৌরব সেহগল বাড়িওয়ালার একটি এনওসি পাঠিয়েছিলেন, যা ছিল সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং১এ, ব্লক-৫,৪৮৪, উত্তর পূর্ব, ফরতাবাদ, সাহাপাড়া, তীর্থ ক্লাব, কলকাতা-৮৪-এর কাছে। পরবর্তীকালে, ১২ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখে আবেদনকারী নম্বর ১ এবং ২ নিবন্ধিত অফিসে (আরওসি) কলকাতা তীর্থ ক্লাবের কাছে ১৬ বোনফিল্ড লেন থেকে ফ্ল্যাট নং.১এ, সানি ভ্যালি, ব্লক ৪৮৪, উত্তরপুরবা, ফরতাবাদ, সাহাপাড়ায় ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীকালে, ২০১৭ সাল থেকে আবেদনকারীরা বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা ৪৯৫ মিত্তল চেম্বার, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১-এ পরিবর্তন করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করুন যে, -কে জড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় আবেদনকারী নং ১ এবং ২ কিন্তু প্রসিকিউটর এজেন্সিগুলি তাদের তদন্তে সফল হয়নি এবং কিছু মামলার ক্ষেত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে আবেদনকারীদের পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি দ্বারা মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছিল।

৪। যে ১১ই মে, ২০২২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের অধীনে বল্লবপুরের এখতিয়ারের মধ্যে নাকা চেকিংয়ের দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ কর্মীরা গাড়িতে ভ্রমণকারী চার ব্যক্তির কাছ থেকে ৩,০০,০২,০০০ টাকা (মাত্র তিন কোটি দুই হাজার টাকা) বাজেয়াপ্ত করে। রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত একজন পুলিশ অফিসার আইপিসির ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারা সহ ৪১ ধারায় ভারতীয় ফৌজদারি আইন এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের আসানসোলের প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয় এবং তাদের জামিন মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীকালে, রাজীব দে নামে এক ব্যক্তি আসানসোলের বিশিষ্ট প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বাজেয়াপ্ত অর্থ দাবি করে দাবি করেন যে, উক্ত অর্থ উক্ত রাজীব দে-এর মালিকানাধীন একটি মুরগির খামারের জন্য হাঁস-মুরগির খাদ্য কেনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দাবি যাচাই করার পর এবং পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, বিশিষ্ট প্রধান জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত রাজীব দে-এর পক্ষে বাজেয়াপ্ত অর্থ ছেড়ে দেন।

৫। যাইহোক, ২০২২ সালের ১৭ই মে, রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক সুদীপ দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি আবেদন করেন যাতে তিনি তদন্তের জন্য এবং তল্লাশি পরোয়ানা জারি করার জন্য অনুরোধ করেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, রানীগঞ্জ পুলিশের তদন্তের সময় স্টেশন জি. ডি এন্ট্রি নং.৬৮১ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪১ সহ

আইপিসির ৩৭৯/৪১১ ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের নজরে আসে, অর্থ পাচারের ঘটনায় কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি হ'ল এখানে আবেদনকারী নং 3 এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১ এ এবং আবেদনকারী নং ৩/কোম্পানির জড়িত থাকার বিষয়টি উদঘাটন করার জন্য অর্থ পাচার, জরুরি ভিত্তিতে তাদের আর্থিক কাগজপত্র ও রেকর্ড যাচাই করা প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি আলেমদের একটি আদেশ প্রার্থনা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতায় বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের অফিস এবং আর্থিক রেকর্ড তদন্ত করবেন। বোনানজার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের করা অভিযোগের এটি একটি দিক। তাই তিনি আলেমদের একটি আদেশ প্রার্থনা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট বোনানজার অফিস এবং আর্থিক রেকর্ড তদন্ত করবেন কলকাতায় ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড বোনানজার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের করা অভিযোগের এটি একটি দিক।

৬। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ ২০২২ সালের ২৮শে মে, জনৈক অরুণাভ অধিকারী ফ্ল্যাট নং ৩এ, সানি ভ্যালি, ব্লক ৫, ৪৮৪, উত্তরপুরবা ফারতাবাদ, পি. এস, নরেন্দ্রপুরের সাহাপাড়ার বাসিন্দা হওয়ায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যে ২১শে মে 2022-এ তিনি বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, অরুণাভ অধিকারী, সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১এ নামে "ইন্ডিয়াবুলস" থেকে দুটি চিঠি পেয়েছিলেন যাতে বোনানজা কর্তৃক গৃহীত কিছু ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের হার পরিবর্তনের অবহিত করা হয়েছিল। এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী অরুণাভা অভিযোগকারী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তিনি কখনও এই ধরনের কোনও সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি উপলব্ধ ওয়েবসাইট থেকে বিষয়টি অনুসন্ধান করেছিলেন ও জানতে পেরেছিলেন যে উক্ত সংস্থাটি ২০০৯ সালের জুলাই মাসে কোনও এক সময় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এটি রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতায় নিবন্ধিত। সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং ১ এ ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারীর নামে ঠিকানা। উল্লিখিত ঠিকানাটি বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটেও উল্লেখ করা হয়েছিল। সুতরাং, তিনি অনুমান করেছিলেন যে ১ এবং ২ নং আবেদনকারী কোম্পানির

পরিচালক হওয়ায় ইমেইল আইডি, ফোন নম্বর ইত্যাদি হ্যাক করে তার কম্পিউটার সিস্টেম থেকে প্রতারণামূলকভাবে অভিযোগকারীর পরিচয় এবং পরিচয়পত্র ব্যবহার করে অন্যান্য অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সাথে অপরাধী প্রবেশ করেছে এবং তাদের অন্যায় লাভের জন্য প্রতারণার উদ্দেশ্যে একটি জাল সংস্থাও গঠন করেছে।

৭। তারিখে আইপিসির ৪১৭/৪১৯/৪২০ ১২০খ/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮ ৪৭১ ধারা এবং আই . টি আইনের ৬৬গ এবং ৬৬ঘ ধারার অধীনে নরেন্দ্রপুর পি. এস মামলা দায়ের করে। পরবর্তীকালে, মামলার তদন্ত সিআইডি দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং একজন রাজর্ষি ব্যানার্জি মামলার তদন্ত শুরু করেন।

৮। ২০২২ সালের সি. আর. আর. ২৮৮৬-এ, শ্রী অধিকারী অভিযোগ করেছেন যে শ্রী গৌরব সেহগালের সঙ্গে তাঁর বহু বছর ধরে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। উক্ত গৌরব সেহগাল আবেদনকারীকে কলকাতায় তাঁর শৈশবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংস্থার ঠিকানা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আবেদনকারী সানি ভ্যালি, ফ্ল্যাট নং.১এ, ব্লক ৪৮৪ উত্তর পূর্ব ফরতাবাদ, কলকাতায় তাঁর আবাসিক ঠিকানা দিতে রাজি হয়েছিলেন। আবেদনকারীর আবাসিক ঠিকানাটি কলকাতায় বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধিত ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবেদনকারী জানতে পেরেছিলেন যে ২০২২ সালের ১১ই মে চার ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছিল। ২০২২ সালের ১৭ই মে রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক সুদীপ দাশগুপ্ত আসানসোলের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা একটি তল্লাশি পরোয়ানা পান। বোনাঞ্জা ফ্যাশন ব্যবসায়ীদের অফিসিয়াল ব্যবসায়িক ঠিকানায় অনুসন্ধান

করুন কলকাতার সানি ভ্যালির ফ্ল্যাটে প্রাইভেট লিমিটেড ফ্ল্যাট নং১এ উক্ত অনুসন্ধান পরোয়ানার ভিত্তিতে পুলিশ ২৭৮ মে, ২০২২ তারিখে ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় এবং আবেদনকারীর ল্যাপটপ, বাহ্যিক হার্ড ডিস্ক এবং মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়। তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তির সময়, পুলিশ কর্মীরা আবেদনকারীকে জানায় যে তারা বোনাঞ্জার দ্বারা কথিত অর্থ পাচারের সন্দেহভাজন মামলায় অনুসন্ধান করছে। যেহেতু আবেদনকারী কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনে বোনাঞ্জার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তাই তিনি বোনাঞ্জা এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬ (গ) এবং ৬৬ (ঘ) ধারা সহ আইপিসির ধারা ৪১৭/৪১৯/৪২০ ১২০খ/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮ ৪৭১-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আধিকারিকদের পরামর্শ ও নির্দেশের ভিত্তিতে উক্ত এফআইআর দায়ের করার পরে, তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগাল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কলকাতায় বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিকানা দেওয়ার জন্য তাঁর সম্মতির কথা মনে করিয়ে দেন। এর অব্যবহিত পরেই ২০২২ সালের ২২৪শে জুন এবং ২০২২ সালের ৮ই জুন সিআইডি-র অ্যান্টি চিটিং অ্যান্ড ফ্রড সেকশনের অতিরিক্ত আধিকারিকের সামনে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হয় এবং ভিডিওগ্রাফি করা হয়। তাঁর বিবৃতিতে তিনি ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করেন যে তিনি বোনানজাকে তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি কলকাতায় উক্ত কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি ২ এবং '৪ জুন, ২০২২-এ অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অ্যান্টি সিএফ সেকশন, সিআইডি, ভবানীভবনকে তাঁর আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বোনানজাকে দেওয়া সম্মতি ঘোষণা করে একটি আবেদনও করেছিলেন। বোনাঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা। ২ আগস্ট, ২০২২-এ তিনি নিশ্চিত করেছেন উপরোক্ত তথ্য উল্লেখ করে একটি হলফনামা এবং আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে ২০২২ সালের নরেন্দ্রপুর পি. এস. মামলা নং. ৯৭৩ সম্পর্কিত এফআইআরে দেওয়া বিবৃতিটি সঠিক নয় এবং এটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও চাপের অধীনে করা হয়েছিল। অতএব আবেদনকারী এফআইআর বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন, আরও তদন্ত এবং কার্যধারা ২০২২ সালের ৫৭৩ নং নরেন্দ্রপুর থানার মামলা।

৯। ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩০২৯-এর ২ নং আবেদনকারী ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪ নামে আরেকটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন যাতে ট্রায়াল কোর্ট তাকে দুবাইতে একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনে ১০.০২.২০২৩ থেকে ১৪.০২.২০২৩ পর্যন্ত উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথাযথ নির্দেশনা দেয়।

১০। শুরুতে আমি নথিভুক্ত করতে চাই যে আবেদনকারী যে সময়ের জন্য দুবাই ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং এই পর্যায়ে ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪-এ কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই বলে ২০২৩ সালের সি. আর. আর ৪৬৪ অবাস্তব হয়ে উঠেছে।

১১। এটি ২০২২ সালের সিআরআর ৩৬২৯-এর আবেদনকারীদের মামলা যে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ দ্বারা বোনাঞ্জার ১০০% শেয়ার কেনার পরে, উক্ত সংস্থার প্রশাসন আবেদনকারী নং ১ এবং ২-এর পক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং তারা উক্ত সংস্থার পরিচালক হয়েছিলেন। সংস্থার ১০০% শেয়ার কেনার পরে, উক্ত সংস্থার নিবন্ধিত ঠিকানা পরিবর্তন করতে হয়েছিল তাই আবেদনকারী নং ১ এবং ২ তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগলকে কলকাতায় একটি ঠিকানা দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনি ফ্ল্যাট কলকাতায়। তবে, কোম্পানির ব্যবসা শুরু থেকেই পরিচালিত হত, মুম্বাই থেকে, ২০১৬ সাল থেকে, আবেদনকারীরা কলকাতা থেকে মুম্বাই ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন।

১২। এই পর্যায়ে এটা উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে না যে ২০২২ সালের ২৮শে মে, ২০২২-এর নরেন্দ্রপুর থানা মামলার প্রকৃত অভিযোগকারী একটি পুনর্বিবেচনা দায়ের করেছেন যা ২০২২-এর সিআরআর ২৮৮৬ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এফআইআর বাতিল করার জন্য যার ভিত্তিতে ২০২২-এর ২৮শে মে, ২০২২-এর নরেন্দ্রপুর থানা মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল, এই ভিত্তিতে যে তাকে ২০২২-এর সিআরআর নং.৩৬২৯-এর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বনঞ্জাকে কলকাতায় নিবন্ধিত অফিস হিসাবে সাময়িকভাবে তার ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৩। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিজ্ঞ আইনজীবী ডঃ সঞ্জয় কাউলথাওয়াল প্রথমে রিট পিটিশনের ১৩৭ পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন, যা রাজীব দে নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর ৪৫১ ধারার অধীনে একটি আবেদন, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের পরিমাণ তাঁর ৩,০০,০২,০০০ টাকা এবং তিনি সূর্যজ্যোতি পোলট্রি ফার্মের নামে তাঁর পোলট্রি ফার্মের জন্য পোলট্রি ফিড কেনার জন্য উক্ত অর্থ পাঠাচ্ছিলেন। অতএব, বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের সঙ্গে বোনাঞ্জা বা তার পরিচালকদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং, বোনাঞ্জার অর্থ পাচারের অভিযোগ মিথ্যা। পুলিশ যখন জানতে পারে যে আবেদনকারী এবং তাদের কোম্পানিকে রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের সাথে সংযুক্ত পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত অর্থের সাথে ট্যাগ করা যায় না, তখন সিআইডি পশ্চিমবঙ্গ ছিল আবেদনকারী এবং কোম্পানিকে মিথ্যা

-এ জড়ানোর কাজে জড়িত প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার জন্য অরুণাভ আধিকারিকের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

১৪। ড. কাউলথাওয়াল আমার কাছে আরও বলেন যে, ১৪ই নভেম্বর ওরলি পি. এস-এর অফিসার-ইন-চার্জ-এর সামনে আবেদনকারী নম্বর ২-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রাজর্ষি ব্যানার্জি এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে আইপিসির ১২০খ/৩৮৪/৩৮৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত রাজর্ষি ব্যানার্জি ২০২৩ সালের ২৮শে মে, ২০২২ তারিখের নরেন্দ্রপুর থানা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। তাঁর অভিযোগে তিনি বলেন যে তিনি বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালক হিসাবে ব্যবসা চালিয়েছেন এবং উক্ত সংস্থার গ্রাহকদের মধ্যে শাপুরজি পালোনজি, বোম্বে ডাইং, ইউনাইটেড ফসফরাস, ইন্ডিয়াবুলস, রহেজা ডেভেলপারস ইত্যাদির মতো বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২৪শে জুলাই, ২০২২-এ তাঁর স্ত্রী, আবেদনকারী নং ১, তাঁদের সন্তানদের নিয়ে দুবাই থেকে ফিরছিলেন। যখন তিনি অবতরণ করেন, তখন তিনি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পারেন যে সিআইডি কলকাতা তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করেছে এবং উক্ত রাতে তাঁকে মুম্বাই বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে। পরের দিন সকালে, সিআইডি কলকাতার রাজর্ষি ব্যানার্জি মুম্বাই এসে আবেদনকারী নং ১-কে গ্রেপ্তার করে মুম্বাইয়ের সাহার থানায় নিয়ে আসেন। সেই সময় আবেদনকারী নং ২ তাঁর আত্মীয় করিম ধনানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁকে সাহায্য পাঠানোর জন্য। তিনি রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার ভিত্তিতে আবেদনকারী নং ২-ও রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তিনি আবেদনকারী নং ২-কে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে যাবেন। মারাত্মক পরিণতি সহ তাদের উপর শারীরিক হামলা এবং ১০ টাকা দাবি করা হয়েছে

আবেদনকারী নম্বর ২-এর কাছ থেকে ২ কোটি টাকা। তিনি আবেদনকারী নম্বর ২-এর সঙ্গে তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরও ভাগ করে নেন। বিশেষভাবে দাবি করা হয়েছিল যে নেপালের কোনও জায়গায় তাঁকে ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। যখন প্রকৃত অভিযোগকারী এই ধরনের চাঁদাবাজি করতে রাজি হন, তখন পুলিশ অফিসার জামিনে তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে, মুম্বাই ও কলকাতায় উক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়ে রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ও করিম ধনানির সঙ্গে বহুবার আলোচনা করা হয়। ২০২২ সালের ৭ই জুন, রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদনকারী নম্বর ২ এবং তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগালকে ওরলি সি লর্ড রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলেন। গৌরব সেহগাল তাঁর সঙ্গে উক্ত রেস্তোরাঁয় দেখা করেন এবং অর্থ বিনিময়ের বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সময়, উক্ত রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে তিনি পুলিশের মহানির্দেশক শ্রী মনোজ মালব্য এবং সিআইডি-র অতিরিক্ত মহানির্দেশক রাজশেখর এবং কিছু রাজনৈতিক বড় বড় উইগের নির্দেশে অর্থ দাবি করছেন। তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যদি এই অর্থ তাঁকে দেওয়া হয় তবে আবেদনকারীদের সমস্ত ফৌজদারি মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। সেই তারিখে রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। ২০২২ সালের ৮ই জুন রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার তাজ হোটেলে গৌরব সেহগলের সাথে দেখা করেছিলেন। সেই সময় আবার তাঁকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন তারিখে এবং সময়ে আবেদনকারীদের কাছ থেকে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সহযোগীদের মাধ্যমে অর্থ আদায় করেছিলেন। ২৬শে জুলাই, ২০২২-এ তিনি নরিম্যান পয়েন্টে মিঃ করিম ধনানির কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। তিনি ১৪ই আগস্ট, ২০২২-এ ৮ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। রাজর্ষি বেনার্জির নির্দেশে, সুমিত ব্যানার্জি নামে আরেকজন পুলিশ অফিসারও আবেদনকারীদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলেন। রাজর্ষি ব্যানার্জি করিম ধনানি এবং গৌরব সেহগালকেও উক্ত পরিমাণ হাওয়ালাকে স্থানান্তর করতে বলেছিল

এবং হাওয়ালা লেনদেনের জন্য তাদের উভয়কে একটি মোবাইল নম্বর দিয়েছিল। আবেদনকারী নং ২ তার অভিযোগে আরও বলেছে যে বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নিবন্ধিত অফিস কলকাতায় অবস্থিত এবং সে এবং তার স্ত্রী ১লা অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে উক্ত কোম্পানির ১০০% শেয়ার কিনেছে। যেহেতু আবেদনকারীদের কলকাতা থেকে মুম্বাইতে তার অফিস পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করার সময় কলকাতায় কোনও ঠিকানা ছিল না, তাই তিনি সাময়িকভাবে গৌরব সেহগালের অনুরোধে অরুণাভ আধিকারিকের ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন।

১৫। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে, মহারাষ্ট্র সরকার মহারাষ্ট্রের ওরলি পি. এস. মুম্বাই সিটিতে সি. আর. উক্ত মামলার এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল পরবর্তীকালে তিনি অভিযোগ ফাইলগুলি থেকে সরে আসেন, একটি ফৌজদারি সংশোধন যা অনুরূপভাবে শোনা যাচ্ছে, স্বীকার করে যে গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বোনাঞ্জাকে তার আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি সাময়িকভাবে ব্যবসার নিবন্ধিত অফিস হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বোনাঞ্জার নিবন্ধিত অফিসটি ফ্ল্যাট নং.১এ, সানি ভ্যালি হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফ্লাটে নং.৩এ, সানি ভ্যালিতে অরুণাভ আধিকারিকের বাসভবনে তদন্ত করেছিলেন যেখানে তিনি ভাড়াটে হিসাবে থাকেন। পুলিশ একটি মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, একটি ডেল ল্যাপটপ এবং সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং.৩এ থেকে তিনটি বাহ্যিক হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে। সুতরাং, বোনাঞ্জার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং.১এ কোনও তল্লাশি চালানো হয়নি এবং উক্ত ফ্ল্যাট থেকে স্বাভাবিকভাবেই কিছুই পাওয়া যায়নি এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

১৬। এই ধরনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে, ডঃ কৌলথাওয়াল এই আদালতকে বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে ২৮ শে মে, ২০২২ তারিখের নরেন্দ্রপুর পিএস মামলা নং ৫৭৩ এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলাটি আরও পুলিশি তদন্ত এবং ফৌজদারি বিচারের যোগ্যতা রাখে কিনা। উক্ত মামলার ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী পিটিশনারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হন।

পরবর্তীকালে, তিনি অভিযোগ ফাইলগুলি থেকে প্রত্যাহার করে নেন, একটি ফৌজদারি সংশোধন যা একইভাবে স্বীকার করতে শোনা যাচ্ছে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বোনানজাকে তার আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি অস্থায়ীভাবে ব্যবসায়ের নিবন্ধিত অফিস হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটাও উল্লেখ করা হয় যে বোনানজার নিবন্ধিত অফিসটি হ'ল সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নম্বর ১এ হলেও তদন্তকারী অফিসার সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩এ এলাকায় অরুণাভ অধিকারীর বাড়িতে তদন্ত চালান। এ সময় সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩এ এলাকা থেকে একটি মোবাইল ফোন, একটি সিম কার্ড, একটি ডেল ল্যাপটপ ও তিন নম্বর এক্সটার্নাল হার্ডডিস্ক জব্দ করা হয়। সুতরাং, ফ্ল্যাট নং ১ এ তে কোনও তল্লাশি চালানো হয়নি যা বোনানজার নিবন্ধিত অফিস এবং উল্লিখিত ফ্ল্যাট থেকে স্বাভাবিকভাবে কিছুই পাওয়া যায়নি এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

১৭। ডঃ কৌলথাওয়াল **মহম্মদ ওয়াজিদ এবং অন্যান্য বনাম স্টেট অফ ইউ. পি. এবং অন্যান্য** পরবর্তী **২০২৩ সালের লাইভ ল (এসসি) ৬২৪** -এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে **ভজন লাল, গোলকোণ্ডা লিঙ্গ স্বামী, আর. পি কাপুর, নিসার হোলিয়া** এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিগুলি বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের সুযোগ ছিল সংবিধানের ধারা ৪৮২ বা অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে একটি এফআইআর বাতিল করার জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা স্থাপন করার জন্য। উক্ত রায়ের ৩০ অনুচ্ছেদ যথাক্রমে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

> "৩০. এই পর্যায়ে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করতে চাই। যখনই কোনও অভিযুক্ত আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC) ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অথবা সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার প্রয়োগ করে এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা মূলত এই ভিত্তিতে বাতিল করার জন্য আসে যে এই ধরনের কার্যধারা স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা প্রতিশোধ নেওয়ার গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, তখন এই পরিস্থিতিতে আদালতের কর্তব্য হল এফআইআরটি যত্ন সহকারে এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা।

আমরা তাই বলি কারণ একবার অভিযোগকারী ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, তিনি নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত প্রয়োজনীয় আবেদনের সাথে এফআইআর/অভিযোগটি খুব ভালভাবে খসড়া করা হয়েছে। অভিযোগকারী নিশ্চিত করবেন যে এফআইআর/অভিযোগে করা বক্তব্যগুলি এমন যে তারা অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করে। অতএব, অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রকাশ করা হয়েছে কি না তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র এফআইআর/অভিযোগে করা উক্তিগুলি খতিয়ে দেখা আদালতের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তুচ্ছ বা বিরক্তিকর কার্যধারায়, মামলার রেকর্ড থেকে উদ্‌ভূত অন্যান্য অনেক উপস্থিত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা আদালতের কর্তব্য এবং প্রয়োজন হলে, যথাযথ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে লাইনের মধ্যে পড়ার চেষ্টা করুন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করার সময় আদালতকে কেবল একটি মামলার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই, তবে মামলার সূচনা/নিবন্ধনের পাশাপাশি তদন্তের সময় সংগৃহীত উপকরণগুলির সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার ক্ষমতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মামলাটি হাতে নিন। সময়ের সাথে সাথে একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতির পটভূমিতে একাধিক এফআইআরএস নিবন্ধনের গুরুত্ব ধরা পড়ে, যার ফলে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার বিষয়টি আকৃষ্ট হয়। “

পরিশেষে ৩৪ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ উপসংহারে পৌঁছেছেঃ-

“৩৪। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জোরালোভাবে বলেন যে, আমাদের সামনে আপিলকারীদের গুরুতর অপরাধমূলক পূর্বসূরী বিবেচনা করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল তাঁর লিখিত আবেদনে আপিলকারীদের পূর্বসূরী সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করেছেন। চার্টে খালি নজর দিলে মনে হতে পারে যে আপিলকারীরা ইতিহাস এবং কঠোর অপরাধী। তবে, যখন এফআইআর বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার কথা আসে, তখন অভিযুক্তদের ফৌজদারি পূর্বসূরীরা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে অস্বীকার করার একমাত্র বিবেচনা হতে পারে না। একজন অভিযুক্তের আদালতের সামনে বলার বৈধ অধিকার রয়েছে যে তার পূর্ববর্তী ঘটনা যতই খারাপ হোক না কেন, তবুও যদি এফআইআর প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়

কোনও অপরাধ বা তার মামলা ভজনলাল (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরামিতিগুলির মধ্যে একটির মধ্যে পড়ে, তাহলে আদালতকে কেবল এই ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলা বাতিল করতে অস্বীকার করা উচিত নয় যে অভিযুক্ত একজন হিস্ট্রি সিটার। অভিযুক্ত হিসাবে নামযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য প্রসিকিউশন শুরু করার বিরূপ এবং কঠোর পরিণতি রয়েছে। **রাজস্ব অধিদপ্তর এবং অন্যান্য বনাম মহম্মদ নিসার হোলিয়া, (২০০৮) ২ এস. সি. সি ৩৭০-তে**, এই আদালত সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত আদেশগুলির মধ্যে একটি হিসাবে পর্যাপ্ত ভিত্তি ছাড়াই বিঘ্নিত না হওয়ার অধিকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং, আইন প্রয়োগের ক্ষমতা এবং নাগরিকদের অবিচার ও হয়রানি থেকে সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোনও অপরাধ যাতে শাস্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, তবে একই সাথে তার কোনও প্রজাকে যাতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হয়রানি করা না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও রয়েছে।

১৮। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে ডঃ কাউলথাওয়াল বলেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এফআইআর টিকতে পারে না। যে অপরাধের মূল উপাদানের অধীনে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে, তা মামলার তদন্ত বজায় রাখার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। মুম্বাইয়ের বোনানজার অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় তদন্তকারী আধিকারিকের তৈরি বাজেয়াপ্ত তালিকা থেকে এটি স্পষ্ট। অন্যান্য নথির পাশাপাশি পুলিশ কোম্পানির তিনটি ফাঁকা চিঠির মাথা এবং অফিসিয়াল সিল বাজেয়াপ্ত করেছে। আবেদনকারীরা আশঙ্কা করছেন যে ফাঁকা চিঠির মাথা এবং সরকারী সিল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

১৯। এই পরিস্থিতিতে, ডঃ কৌলথাওয়াল আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৭৩, ২০২২ তারিখের ২৮শে মে, ২০২২-এর মাধ্যমে দায়ের করা এফআইআর বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

২০। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষ থেকে বিদ্বান বরিষ্ঠ কৌঁসুলি এবং বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রী সন্দিপন গাঙ্গুলি ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯-এর আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত উপকরণগুলি দেখানো প্রমাণের একটি মেমো জমা দিয়েছেন এবং শুরুতে জমা দিয়েছেন যে পুলিশ অফিসারকে সংঘটিত আমলযোগ্য অপরাধের তথ্য সম্বলিত একটি এফআইআর দেওয়া হয়েছিল এবং এটি লিখিতভাবে হ্রাস করার জন্য ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর ধারা ১৫৪ প্রয়োজন। অন্য কথায়, তাঁর তথ্য প্রতিবেদনটি পুলিশকে দেওয়া এবং ভারতীয় ফৌজদারি আইন-এর ধারা ১৫৪-এর অধীনে নথিভুক্ত আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত প্রতিবেদন। ধারা ১৫৪ (১) একটি পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারকে এফআইআর, নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়, তবে তিনি একটি আমলযোগ্য অপরাধের সাথে সম্পর্কিত তথ্য পান। মামলা দায়ের করা বা না করা তার বিবেচনার উপর নির্ভর করে না। মামদারিলা নিবন্ধনের পরে পুলিশ অফিসার মামলাটি তদন্ত করতে এগিয়ে যাবেন এবং তদন্তের প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করবেঃ

i. ঘটনাস্থলে এগিয়ে যাওয়া।
ii. মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির প্রমাণ।
iii. সন্দেহভাজনকে আবিষ্কার ও গ্রেপ্তার।
iv. অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্পর্কিত প্রমাণ সংগ্রহ যা- নিয়ে গঠিত হতে পারে

a) বিভিন্ন ব্যক্তির (অভিযুক্ত সহ) জিজ্ঞাসাবাদ এবং কর্মকর্তা যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে বিবৃতি লিখিত আকারে রূপান্তর করা।
b) বিচারে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত জিনিসপত্র জব্দ এবং স্থান তল্লাশি।

v) সংগৃহীত বিষয়বস্তুর উপর কোনও মামলা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে মতামত গঠন করা, অভিযুক্তকে বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা এবং যদি তা হয় তবে ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর ধারা ১৭৩ এর অধীনে চার্জশিট দাখিল করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

২১। যদি কোনও পর্যায়ে প্রকৃত অভিযোগকারী তার অভিযোগের প্রাথমিক বিবৃতি থেকে সরে আসে, তাহলে প্রকৃত অভিযোগকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। তবে তদন্তটি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য উপাদান প্রকাশ করে, তবে এই ধরনের তদন্তকে ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর ধারা ৪৮২ প্রয়োগ করে দমন করা যাবে না।

২২। শ্রী গাঙ্গুলি আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতা বলেছেন যে মূলত তার যুক্তি উপস্থাপনের সময় বলেছিলেন যে ২০২২ সালের নরেন্দ্রপুর থানা মামলা নং ৫৭৩ এর পরে তদন্তকারী অফিসার এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার ১০ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে দাবি করেছিলেন এবং তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে উল্লিখিত অর্থ হাওয়ালায় দেওয়া হলে তারা নরেন্দ্রপুর পিএস মামলা নং ৫৭৩/২০২২ এবং এর ফলস্বরূপ বিচার থেকে মুক্তি পাবেন।

২৩। এই প্রসঙ্গে শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, আবেদনকারীরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। উক্ত অভিযোগটি তদন্তের জন্য সি. বি. আই-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং যদি সি. বি. আই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে উপাদান খুঁজে পায়, তবে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এর জন্য, তাত্ক্ষণিক মামলাটি এই পর্যায় পর্যন্ত তদন্তে বাতিল করা যাবে না এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের সমর্থনে উপকরণ প্রকাশ করে।

২৪। এখন পর্যন্ত, তদন্তের সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা ছয়টি পরীক্ষা করেছেন সাক্ষীরা। এটি প্রমাণের স্মারকলিপিতে উপাদান থেকে প্রকাশ করা হয়

যে সি. আর. আর ২৮৮৬/২০২২-এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারী পাঠ করেছেন যে তাঁর পরিবার পি. এস নরেন্দ্রপুরের মধ্যে ৫ নং ব্লক, ৪৮৪ নং উত্তরপুরবা ফারতাবাদের সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং.৩এ -এ বসবাস করে। প্রাথমিকভাবে ২০২২ সালের ২৮শে মে তিনি পুলিশের কাছে লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তাঁর ঠিকানা, ই-মেইল আইডি এবং পাসওয়ার্ড কোনও অজানা ব্যক্তি হ্যাক করেছে এবং উক্ত ঠিকানাটি ভুলভাবে বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে কোম্পানির রেজিস্ট্রারের কাছে কিছু নথি জাল করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নথিভুক্ত আছে যে, এফআইআর দায়ের করার ঠিক চার দিন পর তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে একটি বিবৃতি দেন, যিনি তাঁর বক্তব্য রেকর্ড ও ভিডিওগ্রাফি করেন যে, তিনি তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগলের অনুরোধে বোনানজার পরিচালকদের তাঁর ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি তাদের ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রী গাঙ্গুলি জমা দেন যে অরুণাভ অধিকারী এই মামলার তথাকথিত শিকার নন। ভুক্তভোগী হলেন সুরজিৎ রায় চৌধুরি, যার নাম তদন্তের সময় প্রকাশ পায়। উক্ত সুরজিৎ রায় চৌধুরী সেই ফ্ল্যাটের মালিক, যেখানে অরুণাভ অধিকারী ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করেন। এটি শ্রী শ্রী দ্বারা জমা দেওয়া হয়। গাঙ্গুলি বলেছিলেন যে সুরজিৎ রায় চৌধুরীর জারি করা একটি সম্মতি পত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জাল করেছিলেন এবং এটি বোনাঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা রেকর্ড করার জন্য কোম্পানির নিবন্ধকের (আরওসি) সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল।

২৫। শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেছেন যে সংস্থার নিবন্ধিত ঠিকানায় কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেছেন যে তদন্তের সময় এটি প্রকাশিত হয়েছে যে বোনাঞ্জার ডিরেক্টর এবং তাদের হিসাবরক্ষকও সাধারণ সম্পর্কে জাল নথি তৈরি করেছেন। সংস্থার সভা, নিবন্ধিত অফিসে কথিতভাবে পরিচালিত

আরওসি ফর্ম ২২-এ আরওসি-কে প্রতারিত করার জন্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের কাছে একই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সংস্থার ভৌগলিক অবস্থান পরিচালকদের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিসবনে সানি ভ্যালিতে অবস্থিত বলে দেখানো হয়েছে। সংস্থার মূলধন লাফিয়ে লাফিয়ে ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা করা হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম রয়েছে এবং এটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বোনাঞ্জা একটি শেল সংস্থা যা কিছু অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা অনিয়মের মাধ্যমে তার পরিচালকদের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ অপসারণের জন্য একটি সরঞ্জাম ব্যবহার করে। এটি শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে আবেদনকারী নং ২ জিতেন্দ্র নাওলানি তদন্তকারী সংস্থাকে সহায়তা করছেন না যার জন্য তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ তাদের এবং সংস্থার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ বের করার মতো অবস্থানে নেই।

২৬। শ্রী গাঙ্গুলি বলেন যে, ২০২২ সালের সি. আর. আর ৩৬২৯-এর ২ নং আবেদনকারী সিআইডির পরিদর্শক রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছেন এবং অবিলম্বে তাঁকে মামলার তদন্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে যে প্রশ্নটির বিচার হওয়া প্রয়োজন তা হল, কোনও পুলিশ অফিসারের অসদাচরণের অভিযোগে কোনও মামলার তদন্ত বন্ধ করা উচিত কিনা। তদন্তের সময় আরওসি থেকে জানা যায় যে, অরুণাভ অধিকারির আবাসিক ফ্ল্যাটের ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য কোনও আপত্তি শংসাপত্র সুরজিৎ রায় চৌধুরী জারি করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সুরজিৎ রায় চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি আবেদনকারীর পক্ষে শংসাপত্র জারি করেছিলেন এবং নাওলানির কাছ থেকে মূল নথি উদ্ধার করা হয়নি। হেফাজত তদন্ত একেবারে প্রয়োজনীয়।

২৭। শ্রী গাঙ্গুলি আরও বলেন যে, - ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর ১৫৬ ধারা একজন পুলিশ অফিসারকে যে কোনও আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার ক্ষমতা দেয় এবং ১৫৭ ধারা ১৫৭ (১) - ভারতীয় ফৌজদারি আইন এর অধীনে তদন্তের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

"তদন্তের জন্য ১৫৭ পদ্ধতি-

১। প্রাপ্ত তথ্য অথবা অন্য কোনও তথ্য থেকে, যদি কোনও পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের ১৫৬ ধারার অধীনে তদন্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে সন্দেহ করার কারণ থাকে, তা হলে তিনি অবিলম্বে পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সেই অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অগ্রসর হবেন, অথবা রাজ্য সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই বিষয়ে নির্ধারিত পদমর্যাদার নিচে না থাকা তাঁর অধস্তন আধিকারিকদের মধ্যে একজনকে ঘটনাস্থলে, মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য, এবং প্রয়োজনে, অপরাধীকে আবিষ্কার ও গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিযুক্ত করবেন।

ভারতীয় ফৌজদারি আইন৪১ (১) (ক) ধারার সঙ্গে পঠিত ধারা ১৫৭-এ কোনও আমলযোগ্য অপরাধের তদন্তের সময় গ্রেপ্তারের আগে তদন্ত চলাকালীন পুলিশ অফিসারের অবশ্যই আমলযোগ্য অপরাধের সন্দেহ করার কারণ থাকতে হবে এবং যদি কোনও ব্যক্তি আমলযোগ্য অপরাধে জড়িত বলে সন্দেহ করার যথার্থ কারণ থাকে, তবে পুলিশ অফিসার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২৮। রাজ্যের পক্ষ থেকে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে, তদন্ত চলাকালীন তদন্তকারী আধিকারিক মিথ্যা নথির ব্যবহার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের সন্ধান পেয়েছেন, কলকাতায় একটি সংস্থা নিবন্ধিত করেছেন, সন্দেহজনকভাবে সংস্থার মূলধন বৃদ্ধি করেছেন যদিও কলকাতা বা তার আশেপাশে উক্ত সংস্থার কোনও প্রকৃত অস্তিত্ব নেই এবং আবেদনকারীরা গ্রেপ্তার এড়ানোর তীব্র চেষ্টা করেছেন, উপরোক্ত কেসের সাথে সংযোগে। এইভাবে,

বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছেন যে এই পর্যায়ে ২০২২ সালের সিআরআর ৩৬২৯-এর আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত বাতিল করা অনুচিত হবে।

২৯। তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী গাঙ্গুলি ২০০১ (৭) এস. সি. সি ৬৫৯-এ **এস. এম দত্ত বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রায়ে, সুপ্রিম কোর্ট **হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লালের** করা পর্যবেক্ষণের সাথে তার সম্মতি নথিভুক্ত করেছে।

" ১০৩. আমরা এই বিষয়েও সতর্কতার একটি নোট দিচ্ছি যে, ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা খুব কম এবং সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত এবং তাও বিরলতম ক্ষেত্রে; যে আদালত এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্যথায় তদন্ত শুরু করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে না এবং অসাধারণ বা অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি নির্বিচারে এখতিয়ার প্রদান করে না। "

৩০। উপরের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এস . এম. দত্ত (উপরে উল্লিখিত)-তে বলেছে যে তদন্তের সময়, এফআইআর-এর বক্তব্যের সত্যতা সম্ভবত খতিয়ে দেখা যাবে না এবং নথিটি সম্পূর্ণভাবে পড়তে হবে যাতে এর নির্মাতার অভিপ্রায় অনুধাবন করা যায়। এটি এমন কোনও নথি নয় যার জন্য নির্ভুলতার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় না বা এটি এমন কোনও নথি নয় যার জন্য গাণিতিক নির্ভুলতা এবং সূক্ষ্মতার প্রয়োজন হয় না, তবে এটি কোন অপরাধকে বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করতে বা নির্দেশ করতে এবং প্রকাশ করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং উক্ত পরীক্ষাটি সন্তুষ্ট হলে, অভিযোগ বাতিল সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

৩১। শ্রী গাঙ্গুলি **২০২১ সালের এস. সি. সি অনলাইন লাইন ৩৬৫**-এ রিপোর্ট করা **নিহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য** কথাও উল্লেখ করেছেন এবং আমাকে উক্ত রায়ের ৮০ অনুচ্ছেদে নিয়ে গেছেন। নীহারিকায় বর্ণিত নিম্নলিখিত বিষয়টি নীচে লিপিবদ্ধ করা হয়েছেঃ-

i) একটি আমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত করার জন্য কোডের চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ফৌজদারি কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে পুলিশের বিধিবদ্ধ অধিকার এবং কর্তব্য রয়েছে;

ii) আদালত আমলযোগ্য অপরাধের কোনও তদন্তকে ব্যর্থ করবে না;

iIi) শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে কোনও আমলযোগ্য অপরাধ বা কোনও ধরনের অপরাধ প্রকাশ করা হয় না যে আদালত তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না;

iv) বাতিল করার ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, যেমনটি দেখা গেছে, 'বিরলতম ক্ষেত্রে (মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে গঠনের সাথে বিভ্রান্ত হবেন না)।

vi) একটি এফআইআর/অভিযোগ পরীক্ষা করার সময়, যার বাতিলকরণ চাওয়া হয়, আদালত এফআইআর/অভিযোগে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্যথায় তদন্ত শুরু করতে পারে না;

vii) প্রাথমিক পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত নয়; ভিলি) অভিযোগ/এফআইআর বাতিল করা সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে ব্যতিক্রম হওয়া উচিত;

viii) বিচার বিভাগ এবং পুলিশের কাজগুলি পরিপূরক, ওভারল্যাপিং নয়;

ix) সাধারণত, আদালতগুলিকে পুলিশের এখতিয়ার দখল করতে নিষেধ করা হয়, কারণ রাষ্ট্রের দুটি অঙ্গ দুটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করে এবং একটির অন্য ক্ষেত্র অতিক্রম করা উচিত নয়

ix) বিচার বিভাগ এবং পুলিশের কাজগুলি একে অপরের পরিপূরক, ওভারল্যাপিং নয়;

x) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেখানে হস্তক্ষেপ না করার ফলে ন্যায়বিচারের অপচয় হতে পারে, সেগুলি ছাড়া, আদালত এবং বিচারিক প্রক্রিয়া অপরাধের তদন্তের পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়;

xi) আদালতের অসাধারণ এবং অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আদালতকে তার ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না;

xii) প্রথম তথ্য প্রতিবেদন কোনও বিশ্বকোষ নয় যা অবশ্যই অপরাধ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এবং বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। অতএব, যখন পুলিশের তদন্ত চলছে, তখন আদালতকে এফআইআর-এর অভিযোগের গুণাগুণের দিকে যেতে হবে না। পুলিশকে অবশ্যই তদন্ত শেষ করার অনুমতি দিতে হবে। অভিযোগ/এফআইআর তদন্তের যোগ্য নয় বা এটি আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য এই অস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা অপরিণত হবে। তদন্তের পরে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা খুঁজে পান যে অভিযোগকারীর আবেদনে কোনও সারবত্তা নেই, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একটি যথাযথ প্রতিবেদন/সংক্ষিপ্তসার দাখিল করতে পারেন যা জ্ঞাত পদ্ধতি অনুসারে বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে;

xiii) ধারা ৪৮২ সিআর. পি. সি.-এর অধীনে ক্ষমতা খুব বিস্তৃত, তবে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদানের জন্য আদালতকে আরও সতর্ক হতে হবে। এটি আদালতের উপর একটি কঠোর এবং আরও পরিশ্রমী দায়িত্ব ফেলে;

Xiv) যাইহোক, একই সময়ে, আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বাতিলকরণের মাপকাঠি এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মসংযমকে বিবেচনা করে, বিশেষ করে আর. পি. কাপুর (উপরে) এবং ভজন লাল (উপরে)-এর ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত মাপকাঠিগুলি, এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এক্তিয়ার রয়েছে;

xv) যখন অভিযুক্ত অভিযুক্ত এফআইআর বাতিলের জন্য আবেদন করে এবং আদালত যখন ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন কেবল বিবেচনা করতে হয় যে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি আমলযোগ্য অপরাধের সংঘটন প্রকাশ করে কিনা। অভিযোগের যোগ্যতা আমলযোগ্য অপরাধ কিনা তা আদালতকে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই এবং আদালতকে তদন্তকারী সংস্থা/পুলিশকে এফআইআর-এ অভিযোগগুলি তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে;

xvi) উপরোক্ত পরামিতিগুলি প্রযোজ্য হবে এবং/অথবা ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৪৮২ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে এবং/অথবা ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি বাতিলকরণ পিটিশনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক উপরোক্ত দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে, বাতিলকরণ পিটিশনের বিচারাধীনতার সময় তদন্তের স্থগিতাদেশের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সতর্কতার সাথে পাস করা যেতে পারে। এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ নিয়মিত, আকস্মিকভাবে এবং/অথবা যান্ত্রিকভাবে পাস করার প্রয়োজন হবে না। সাধারণত, যখন তদন্ত চলছে এবং তথ্যগুলি অস্পষ্ট থাকে এবং পুরো প্রমাণ/উপাদান হাইকোর্টের সামনে না থাকে, তখন হাইকোর্টকে গ্রেপ্তার না করার বা "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ না করার" অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অভিযুক্তকে ৪৩৮ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে আগাম জামিনের জন্য উপযুক্ত আদালতে আবেদন করতে হবে। হাইকোর্ট তদন্ত চলাকালীন বা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং/অথবা ১৭৩ ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে চূড়ান্ত প্রতিবেদন/চার্জশিট দাখিল না করা পর্যন্ত গ্রেপ্তার না করার এবং/অথবা "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার" আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হবে না। পি. সি., ধারা ৪৮২ সিআর. পি. সি. এবং/অথবা ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বাতিলকরণ আবেদন খারিজ/নিষ্পত্তি করার সময়।

XVil) এমনকি যে ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত প্রাথমিকভাবে মতামত দেয় যে আরও তদন্তের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য একটি ব্যতিক্রমী মামলা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে উপরের উল্লিখিত ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৪৮২ সিআর পিসি এবং/অথবা অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় বিস্তৃত পরামিতিগুলি বিবেচনা করার পরে, উচ্চ আদালতকে কেন এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং/অথবা পাস করা প্রয়োজন তার সংক্ষিপ্ত কারণ দিতে হবে যাতে এটি আদালত কর্তৃক মনের প্রয়োগ প্রদর্শন করতে পারে এবং উচ্চতর ফোরাম বিবেচনা করতে পারে যে এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করার সময় হাইকোর্টের সাথে কী বিবেচনা করা হয়েছিল।

xviii) যখনই হাইকোর্ট দ্বারা পূর্বোক্ত পরামিতিগুলির মধ্যে "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" বলে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়, তখন হাইকোর্টকে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" এর অর্থ কী কারণ "কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না" শব্দটিকে খুব অস্পষ্ট এবং/অথবা বিস্তৃত **বলা যেতে পারে যা ভুল বোঝাবুঝি এবং/অথবা ভুল প্রয়োগ করা যেতে পারে।** “

একই প্রসঙ্গে শ্রী গাঙ্গুলি **কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্য পাস্তর পি রাজু [২০০৬]৬ এস. সি. সি ৭২৮** একটি সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করেছেন **এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম বি. আর বাজাজ এবং অন্যান্য** - রিপোর্ট **(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ২৭৭।**

৩২। ২০২২ সালের সি. আর. আর ২৮৮৬-এর আবেদনকারী অরুণাভ অধিকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল জমা দিয়েছেন যে, প্রকাশিত তথ্য ও পরিস্থিতি থেকে, কেউ, হয় বোনানজা এবং তার পরিচালক বা পশ্চিমবঙ্গের সি. আই. ডি-র পুলিশ কর্তৃপক্ষ, বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করছে। আবেদনকারীকে এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ কাজে প্ররোচিত করা হয়েছে। বিশিষ্ট বিশেষ সরকারি কৌঁসুলির বলা বক্তব্য থেকে প্রতারণা, জালিয়াতি, মিথ্যা নথির ব্যবহার এবং মূল্যবান নিরাপত্তা হিসাবে মিথ্যা নথি তৈরির কোনও অভিযোগ অরুণাভ অধিকারীর বিরুদ্ধে আনা হয়নি। তবে মামলার পুরো দিক থেকে এটি অন্তত প্রমাণিত হয়েছে যে নরেন্দ্রপুর মামলা প্রতিষ্ঠার আগেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ বোনাঞ্জার পরিচালকদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিরলসভাবে বিবেচনা করছিল। তারা প্রথমে ট্যাগ করা বোনাঞ্জাকে রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের মধ্যে কোনও জায়গায় অর্থ পুনরুদ্ধারের সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। যখন তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কার্যালয় জ্ঞানী প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে অনুসন্ধানের পরোয়ানা পায়। ম্যাজিস্ট্রেট, আসানসোল।

উক্ত তল্লাশি পরোয়ানার ভিত্তিতে সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ৩এ তল্লাশি করা হয়েছিল, যদিও বোনানজার নথিভুক্ত ব্যবসায়িক ঠিকানা সানি ভ্যালির ১এ ফ্ল্যাটে ছিল। অরুণাভ অধিকারীর কাছ থেকে তার মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, একটি ল্যাপটপ এবং দুটি বাহ্যিক হার্ড ডিস্ক পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। অরুণাভাকে বোনাঞ্জার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়েছিল যার ভিত্তিতে নরেন্দ্রপুর পিএস ৫৭৩/২০২২ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তির সময় পুলিশ কর্মকর্তাদের দল বলেছিল যে তারা অর্থ পাচারের তদন্ত চালাচ্ছে। তবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে তারা অর্থ পাচারের কোনও মামলা তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে না। আবেদনকারীকে আতঙ্কিত করার জন্য পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং কিছু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। তাই তিনি অবিলম্বে চার দিনের মধ্যে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগে করা তাঁর আগের সংস্করণ থেকে সরে আসেন এবং আবার ৪ঠা আগস্ট, ২০২২-এ তিনি একটি হলফনামা নিশ্চিত করে বলেন যে, তাঁর বন্ধু গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বোনাঞ্জাকে কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে তাঁর আবাসিক ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এটি অরুণাভ অধিকারীর বিদ্বান উকিল দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে তিনি এই প্রশংসার ভিত্তিতে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন দায়ের করেছেন যে তার বিরুদ্ধে আরও মামলা করা যেতে পারে। অতএব, তাকে বিদ্বেষপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

৩৩। অরুণাভ আধিকারিকের আইনজীবী আরও বলেন যে, রানীগঞ্জ পি. এস. জি. ডি এন্ট্রি নং.৬৮১ তারিখ ১১.০৫.২০২২-এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে, আজ অবধি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে বাজেয়াপ্ত অর্থ আবেদনকারীর ছিল বা তিনি কিছু অবৈধ কাজের জন্য অন্য কোনও জায়গায় অর্থ স্থানান্তর করছিল।

অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি এবং ২৮শে মে, ২০২২ তারিখে করা প্রাথমিক অভিযোগ থেকে তাঁর প্রত্যাহার গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উক্ত অভিযোগটি বাতিল করা যেতে পারে।

৩৪। দলগুলির কৌঁসুলিদের বক্তব্য দীর্ঘ সময় ধরে শোনার পর এবং নথিভুক্ত সমস্ত বিষয়গুলি যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি উভয় পক্ষের কৌঁসুলিদের দ্বারা উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমি শুরুতে বলতে চাই যে, বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড ছিল কলকাতা ভিত্তিক একটি সংস্থা যা প্রায় দশ বছর আগে সঞ্জীব পাল দ্বারা দিলীপ সাহার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে তাঁর অজান্তেই গঠিত হয়েছিল। দিলীপ সাহার নামে ডিআইএন নম্বর পাওয়ার পর, উক্ত সঞ্জীব পাল তাকে পরিচালক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি এই জাতীয় সংস্থা তৈরি করতেন এবং ৭,০০০/- টাকা দিয়ে সেগুলি বিক্রি করতেন। বর্তমানে আবেদনকারীরা সংস্থার পরিচালক। সঞ্জীব পালের অবগতিতেই উক্ত কোম্পানির পরিচালকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একই জিনিস ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে 'সিআর . পি . সি '-এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে রেকর্ড করা তাঁর বিবৃতিতে সঞ্জীব পাল ২০২২ সালের 'সিআরআর ৩৬২৯'-এর পরিচালক/আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি। তাঁর বিবৃতি থেকে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে 'সিআর. পি. সি -এর ধারা ১৬৪-এর অধীনে উক্ত সংস্থাটি ২০০৯ সালে গঠিত হয়েছিল। সঞ্জীব পাল ছাড়াও তদন্তকারী আধিকারিক সুরজিৎ রায় চৌধুরী নামে একজনকে পরীক্ষা করেছিলেন, যিনি পি. এস. নরেন্দ্রপুরের মধ্যে ৪৮৪ উত্তরপুরবা ফরতাবাদের ফ্ল্যাট 'নং.১এ'-এর মালিক। অরুণাভ অধিকারী উক্ত ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হিসেবে থাকেন এবং মাসিক ভাড়া ১৪,০০০ টাকা, যা তিনি সুরজিত রায় চৌধুরীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে আসছেন।

৩৫। এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক আরওসি-র কার্যালয় থেকে যে নথিগুলি সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে জিতেন্দ্র ও ভূমিকা নভলানি ২০১৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে আরওসি-তে পরিচালক হিসাবে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা ৮ই মার্চ, ২০২২-এ তাঁদের বার্ষিক রিটার্ন এবং ব্যালেন্সশিট লেজারও দাখিল করেন। নিঃসন্দেহে, সংস্থার কোনও অস্তিত্ব নেই।

৩৬। এখন এই মামলার মূল বিষয় হল ফ্ল্যাট নং.১এ -এর মালিক সুরজিৎ রায় চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একটি চিঠি, যেখানে সানি ভ্যালি আবেদনকারী নম্বর ১ ও ২-কে কলকাতায় বনঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে অরুণভা আধিকারিকের আবাসিক ঠিকানা ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এক বছর চার মাস ধরে তদন্তের সময় তদন্তকারী সংস্থা উক্ত চিঠিটি তৈরি করা ব্যক্তির নাম নিশ্চিত করতে পারেনি। অন্যদিকে, অরুণভা আধিকারিকের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে গৌরব সেঘালের অনুরোধে তিনি বনঞ্জাকে তার আবাসিক ঠিকানাটি বনঞ্জার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং, কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে অরুণাভ অধিকারীর ঠিকানা ব্যবহার করার জন্য কে বোনাঞ্জার পরিচালকদের কাছে অনাপত্তি শংসাপত্র হস্তান্তর করেছে তা আজ অবধি স্পষ্ট নয়। অরুণাভ অধিকারী ফ্ল্যাট No.১A-এর প্রকৃত ভাড়াটিয়া। তাঁর ২রা জুন, ২০২২-এর বিবৃতি এবং ৪ঠা আগস্ট, ২০২২-এর হলফনামা থেকে জানা যায় যে গৌরব সেহগালের অনুরোধে তিনি বোনাঞ্জার পরিচালককে তাঁর আবাসিক ঠিকানাটি উক্ত সংস্থার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে তাঁর বক্তব্য তদন্তকারী আধিকারিক দ্বারা ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছিল। তবে, কোনও ভিডিওগ্রাফ নেই। এই মামলার শুনানির সময় প্রসিকিউশন দ্বারা উপস্থাপিত। এটি বলা বাহুল্য যে,

প্রতারণার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে কোনও ব্যক্তিকে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে প্রতারিত করার প্রমাণ উপস্থাপন করা বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয়ত, এই ধরনের প্রতারণা ছিল কোনও ব্যক্তিকে কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও সম্পত্তি হস্তান্তর করতে প্ররোচিত করা, বা তৃতীয়ত, কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি ধরে রাখবে বলে সম্মতি দেওয়া, বা চতুর্থত, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বা বাদ দিতে প্ররোচিত করা যা সে করবে না বা বাদ দেবে না যদি সে প্রতারিত না হয় সেই ব্যক্তির শরীর, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতি বা ক্ষতি করতে। তাৎক্ষণিক মামলায় এমন কোনও প্রমাণ নেই যে অরুণভা অধিকারী, যিনি আবেদনকারীদের তাঁর আবাসিক ঠিকানাটি তাদের কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন এবং এই ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে অরুণভা অধিকারীকে তার আবাসিক ঠিকানাটি কোম্পানির ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সম্মতি দিতে প্ররোচিত করেছিলেন।

৩৭। তদন্তকারী সংস্থা আইপিসির ৪১৭/৪১৯/৪২০ ধারার অধীনে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩৮। আইপিসির ধারা ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮ ৪৭১-এর অধীনে -এর ধারা ১৭৩- 'সিআর. পি. সি এর অধীনে পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য তদন্তকারী আধিকারিকের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা একেবারেই প্রয়োজন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মিথ্যা নথি তৈরি করেছেন, অর্থাৎ, সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং.১এ -এর মালিক সুরজিৎ রায় চৌধুরি স্বাক্ষর করেছেন বলে অভিযোগ করা এনওসি। এই ক্ষেত্রে, এই আদালত রতন -এর অপরাধ আইন থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি রেকর্ড করতে পছন্দ করে। **লাল এবং ধীরজ লাল, ২৫তম সংস্করণ পৃষ্ঠায় নং২৩১০:-**

" জালিয়াতির অপরাধ গঠন করার জন্য 'মিথ্যা নথি' তৈরি করা যথেষ্ট। 'মিথ্যা নথি' তৈরির পরিমাণ ৪৬৪ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি 'মিথ্যা নথি' তৈরি করে সে জালিয়াতি করে। যে ব্যক্তি জাল নথির লেখক নয় তাকে জালিয়াতির মূল অপরাধ করার জন্য অভিযুক্ত করা যাবে না। যদি সে এই ধরনের 'মিথ্যা নথি' তৈরি করে থাকে তবে সে প্ররোচনার জন্য দোষী হবে। জালিয়াতির অভিযোগ এমন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা হতে পারে না যিনি জাল নথির লেখক নন বা যিনি জাল নোটে স্বাক্ষর করেন না। সুতরাং অন্যের মালিকানাধীন কোনও চেকে কেবল দেহ লেখার জালিয়াতি নিজেই এটিকে কাউকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য উপলব্ধ করে না। প্রসিকিউশনকেও এটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে অভিযুক্ত নিজেই স্বাক্ষর করেছিলেন। "

শুধুমাত্র আইপিসির ৪৬৪ ধারায় উল্লিখিত _ তিনটি পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত এই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতেই এটি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে যে কোনও ব্যক্তিকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়, যদি তিনি-

i) প্রতারণামূলকভাবে কোনও নথি বা কোনও নথির অংশ তৈরি করে, স্বাক্ষর করে, সীলমোহর দেয় বা কার্যকর করে বা কোনও নথির কার্যকরকরণকে বোঝায় এমন কোনও চিহ্ন তৈরি করে; এবংii) উপরের বিষয়টি কি বিশ্বাস করানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে এই ধরনের নথি বা নথির অংশ স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছিল;

iii) এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা বা তাঁর কর্তৃত্ব দ্বারা যার দ্বারা বা যার কর্তৃত্ব দ্বারা এটি তৈরি, স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছিল, বা

iv) যে সময়ে তিনি জানেন যে এটি তৈরি করা হয়নি, স্বাক্ষরিত, সিল করা বা কার্যকর করা হয়েছে।

৩৯। তাৎক্ষণিক মামলায়, তদন্তে জানা যায় যে অরুণাভ অধিকারী কোম্পানীর আবাসিক ঠিকানা হিসেবে তার আবাসিক ঠিকানা ব্যবহার করতে সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি তার বন্ধু গৌরব সেহগলকে আরওসি অফিসে জমা দেওয়ার জন্য একটি চিঠি এবং বিদ্যুৎ বিলও দিয়েছিলেন এবং আবেদনকারী/অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তার বন্ধু গৌরব সেহগলের কাছ থেকে ফ্ল্যাট নম্বর ১এ-এর চিঠি এবং বিদ্যুৎ বিল পেয়েছিলেন।

সুতরাং, যদি জালিয়াতি করা হয়, এবং জাল নথিটি আরওসি-র অফিসে আসল হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে এটি আবেদনকারীদের দ্বারা করা হয় না বা আবেদনকারীদের জ্ঞানের মধ্যে ছিল না যে এই এনওসি জাল ছিল। এটি হয় অরুণাভ অধিকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থা এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রমাণের মেমো থেকে জানা যায় যে তদন্তকারী সংস্থার মতে, কলকাতায় বোনাজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড গঠনের বিষয়ে কিছু সন্দেহজনক পরিস্থিতি রয়েছে। সন্দেহজনক পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ -

i) সন্দেহ করা হচ্ছে যে এই সমস্ত অত্যন্ত সন্দেহজনক অনিয়ম কোম্পানির পরিচালকদের দ্বারা কিছু গোপন কার্যকলাপ গোপন করার জন্য করা হয়েছে এবং এটি এমনকি একটি রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হতে পারে/অথবা বৃহত্তর জনসাধারণকে বিপন্ন করতে পারে এবং তদন্তকারী সংস্থার দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা দরকার।

ii) এই ভুয়ো কোম্পানির অবস্থান পশ্চিমবঙ্গে। পরিচালকরা মুম্বইয়ের। আন্তর্জাতিক সীমান্তের রাজ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গকে ২০১৩ সাল থেকে এই ভুয়ো সংস্থা চালানোর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এবং এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা দরকার। এই পর্যায়ে আমরা মানব পাচার/নার্কো পাচার বা অন্য কোনও দেশবিরোধী কার্যকলাপে এই সংস্থার জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না। অতএব, লেনদেনের সমস্ত এন্ট্রি তদন্ত করা এবং যে উৎস অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল আসছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে তার অডিট ট্রায়াল করা এবং তহবিলের প্রকৃত উৎস, সুবিধাভোগী এবং কোনও কিছু বাতিল করার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

iii) এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আরওসি পোর্টালে যে কোম্পানির "জিও অবস্থান" দেখানো হয়েছে তা আমেরিকা থেকে যেখানে সংস্থার অবস্থান কলকাতায়। কী উদ্দেশ্যে জাল অবস্থান ব্যবহার করা হয়েছে তা তদন্ত করা প্রয়োজন। অভিযুক্ত ব্যক্তির সংস্থার বিশাল লেনদেনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ব্যালেন্স শিট কোন উদ্দেশ্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা কোথা থেকে জমা করা হয়েছে তাও তদন্ত করা প্রয়োজন।

iv) কোম্পানির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ হস্তান্তর করা হয় তা দেশবিরোধী কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্য, চোরাচালান কার্যকলাপ এবং মানব পাচার, আসক্তির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা তদন্ত করা প্রয়োজন।

v) এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে বোনাঞ্জা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড একটি জাল সংস্থা, জাল সত্তা থাকা সত্ত্বেও, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইন্ডিয়া বুল কমার্শিয়াল ক্রেডিট লিমিটেড থেকে একটি এনবিএফসি থেকে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ পেতে সফল হয়েছে। উক্ত কোম্পানির নামে কোম্পানি।

৪০। এই সমস্ত তথাকথিত সন্দেহজনক পরিস্থিতি মেমোতে উপস্থিত প্রমাণের মান ভালো নয় কারণ এর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎক্ষণিক মামলার তদন্ত হল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কিনা। একটি এনওসি জাল করেছে এবং উক্ত জাল নথিটি আরওসি-র সাথে আসল হিসাবে ব্যবহার করেছে। কলকাতায় তাদের ব্যবসায়িক ঠিকানা ভুলভাবে নথিভুক্ত করে। তদন্তকারী সংস্থা আজ অবধি কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মিথ্যা নথি তৈরি করেছে বা তারা মিথ্যা নথিটি করেছে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তৈরি। ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অরুণাভ অধিকারী জানিয়েছেন যে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তার ফ্ল্যাটের ঠিকানাটি বোনানজার ব্যবসায়িক ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বোনাঞ্জ ফ্যাশন মার্চেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড মূলত মুম্বাই থেকে তার ব্যবসা চালায়। উক্ত সংস্থাটি কেনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি ঠিকানা দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের শৈশবের বন্ধু গৌরব সেহগলকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি কলকাতায় থাকা অবস্থায় বোনাঞ্জার ব্যবসা হিসাবে দেখানো উপযুক্ত ঠিকানা সংগ্রহ করুন। গৌরব সেহগল অরুণাভ আধিকারিকের আবাসিক ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সেই অনুযায়ী উল্লিখিত ঠিকানাটি ব্যবহার করার জন্য তাঁর সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

৪১। আবেদনকারীরা মুম্বাইয়ে 'বোনাঞ্জা' কোম্পানি চালাচ্ছে কি না, তা তদন্ত করার প্রয়োজন খুঁজে পায়নি তদন্তকারী সংস্থা।

৪২। ভজনলাল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি নেই এবং যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়, সেখানে এফআইআর এবং ফলস্বরূপ তদন্ত বাতিল করা উচিত।

৪৩। এই মামলায় তদন্তকারী সংস্থার শত্রুতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ১১ই মে, ২০২২ তারিখে থানা রানিগঞ্জের বল্লভপুরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কিছু কথিত দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়।

যখন উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার জন্য অরুণাভ অধিকারীকে আনা হয়। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিতে, এটি রেকর্ড করা হয় যে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী অভিযোগে তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছেন। তদন্তকারী সংস্থা সন্দেহ করেছিল যে উক্ত সংস্থাটি আইপিসির অধীনে মানব পাচার, মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য তফসিল অপরাধের আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে এই মামলার তদন্তের পরিধি এটি নয়। তদন্তটি সানি ভ্যালির ফ্ল্যাট নং ১এ সম্পর্কিত অনাপত্তি সনদের নির্মাতাকে খুঁজে বের করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা অভিযুক্তরা ব্যবহার করেছিলেন। তদন্তকারী সংস্থা আজ পর্যন্ত কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অভিযুক্তদের ফৌজদারি মামলায় ট্যাগ করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে ধরা যেতে পারে।

৪৪। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বিবেচ্য মতামত যে এফআইআর এবং আরও তদন্ত সম্পর্কিত নরেন্দ্রপুর পিএস মামলা নং ৫৭৩এ ২০২২ এর অধীনে ধারা ৪১৭/৪১৯/৪২০/১২০খ/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ এর অধীনে বাতিল করা যেতে পারে।

৪৫। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালতের বিবেচনাধীন মতামত হল যে ২০২২ সালের নরেন্দ্রপুর পি. এস. মামলা No.৫৭৩ সম্পর্কিত ৪১৭/৪১৯/৪২০ ১২০B/৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮ ৪৭১ ধারার অধীনে এফআইআর এবং আরও তদন্ত বাতিল করা যেতে পারে।

৪৬। সংশোধনগুলির নিষ্পত্তির সাথে, সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিও নিষ্পত্তি করার জন্য চিকিত্সা করা হয়।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly